"সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মুজাহিদ বাহিনী ছিল ওহাবী" তাহলে তিনি কি ছিলেন?

ইতিহাস সত্য কথাই বলে। বেশীদিন ইতিহাসকে চাপিয়ে রাখা যায়না। সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হজ্বের বাহানায় আরব দেশে ৪ বৎসর অবস্থান করেছিল। সাথে ছিল ৭০০ অনুসারী। কে তাদের খানা খরচ চালিয়েছিল এতদিন? যাবার সময় হজ্বের জন্য বিপুল পরিমাণ চাঁদা সংগ্রহ করে সাথে নিয়েছিল তারা। ঐ চার বৎসর নজদের আত্মগোপনকারী ওহাবীদের সাথে তাদের নিয়মিত অনুশীলনী বৈঠক বসতো। এমন কি- আরাফার ময়দানেও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ওহাবী নেতাদের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মত বিনিময় হতো এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশ তারা লাভ করতো সেখানে। হজ্ব থেকে ফেরত এসে ভারতে মুজাহিদ বাহিনী গঠনের দিকে মনোযোগ দেন তিনি। ইতিমধ্যে ১৯২৩ ইং সালে ইসমাঈল দেহলভীর লিখিত বিতর্কিত কিতাব তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান প্রথম প্রকাশিত হয়- ভুলক্রমে তাফ্‌ভিয়াতুল ঈমান" নামে। সাথে সাথে এর বিরূদ্ধে কিতাব রচনা করেন ইসমাঈলের চাচাতো ভাই শাহ মাখছুছুল্লাহ ও মাওলানা শাহ মূছা দেহলভী ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁরা উক্ত কিতাবের কুফরী মতবাদগুলো খণ্ডন করেন এবং দিল্লীর জামে মসজিদে এক বাহাছে ইসমাঈল দেহলভীকে পরাভূত করেন। এতে কিছুদিনের জন্য তাকভিয়াতুল ঈমান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটে ১২৪০ হিজরীতে। পরে যখন দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে- তখন মাদ্রাসার মাধ্যমে উক্ত কিতাব পুনরায় চালু হয় অতি গোপনে। এই তথ্য লিখা আছে আন্‌ওয়ারে আফ্‌তাবে সাদাকাত' নামক উর্দূ কিতাবে- যা রচনা করেন পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কাজী আল্লামা ফজলে আহমদ (লুধিয়ানা)।

যাক- হজ্ব হতে ফিরে এসে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ওহাবী সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন পাঞ্জাবের রাজা রনজিত সিংহের বিরূদ্ধে যুদ্ধরত সীমান্ত প্রদেশের পাঠান মুসলমানদের সাহায্যার্থে। ইংরেজ সরকার তখনও পাঞ্জাবকে কবজা করতে পারেনি। শক্তিশালী

শিখ বাহিনীকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার কৌশলে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভীর সাথে গোপন আঁতাত করে মাল রশদ দিয়ে তাদেরকে সীমান্তে পাঠায় করাচী ও বেলুচিস্তানের পথে। সৈয়দ আহমদের সাথে হাজার খানেক ভারতীয় ওহাবী সীমান্তে গমন করে পাঠান খানদের সাহায্যের আশ্বাস দেন। এতে সরলপ্রাণ সুন্নী পাঠান নেতারা তাঁর টোপে পড়ে যায় এবং খান সর্দাররা নিজেদের গোত্রীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

এই সুযোগে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী সংস্কারের নামে ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে থাকে এবং প্রায় ৯০ হাজার অনুসারী বানিয়ে ফেলে। ১৮২৭ খৃঃ হতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তারা শিখদের পরিবর্তে সীমান্তের সুন্নী দরবারগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করে এবং এর নাম দেয় শুদ্ধি আন্দোলন।

পাঠানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিলনা। কিন্তু সৈয়দ আহমদ বেরলভী এই প্রথাকে হারাম ঘোষনা করে জোর করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন। তিনি নিজে এবং ইসমাঈল দেহলভী দুই পাঠান মেয়েকে জোর করে বিবাহ করেন। সৈয়দ আহমদের পাঠান স্ত্রীর নাম রোকেয়া।

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ওহাবী মতবাদ প্রচারে এবং পাঠানদের বিধবা মহিলাদেরকে তার মুজাহিদ বাহিনীর কাছে জোর করে বিবাহ দেয়ার প্রতিবাদে পাঠানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। যাদেরকে তারা স্থান দিয়েছিলো তাদের জান রক্ষার্থে- আজ তারাই তাদের ঈমান হরণ করতে শুরু করেছে। তাই পাঠানরা বাধ্য হয়ে শিখ নেতা রনজিত সিংহের সাথে যোগাযোগ করে। ইতিমধ্যে পাঠান সুন্নী মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বাহিনীর বিরুদ্ধে ফুলুরার যুদ্ধে একরাত্রেই ৮৯ হাজার ওহাবী বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। বাকী একহাজার মুজাহিদ নিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাঈল দেহলভী কাশ্মীরের পথে পলায়নরত অবস্থায় বালাকোট ময়দানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে শিখ

বাহিনীর মুখামুখী হয়। পেছন থেকে সুন্নীপাঠান ও সম্মুখ থেকে শিখ সৈন্যদের হামলায় সৈয়দ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যায়। পীর ও মুরিদ উভয়ে সুন্নী পাঠানদের হাতে নিহত হয়। এভাবে বালাকোট যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল তিনটি। যথা (১) সুন্নী পাঠানদেরকে ওহাবী বানানোর প্রচেষ্টা (২) বিধবা নারীদেরকে জোর করে বিবাহ করা (৩) পাঠান মুল্লুকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী নিজেকে আমিরুল মোমেনীন ঘোষনা করা। এই তথ্য ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দী তার লিখিত "শাহ ওয়ালিউল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারা" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন শর্ষিণা হতে প্রকাশিত 'মউদূদী জামায়াতের স্বরূপ' গ্রন্থে মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী- যিনি স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরলভীর তরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার অনুসারী। তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশকে ওহাবী বলে তাদের পতনের কথা স্বীকার করলেও সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতেই থলের বিড়াল বের হয়ে পড়েছে। নেতা যদি সুন্নী হয়- তাহলে তার অনুসারী মুরিদগণ কি করে ওহাবী হতে পারে? গুরু ছাড়া কি শিষ্য হয়? ওহবী পীর ছাড়া কি ওহাবী মুরিদ হতে পারে?

এবার আমরা জনসাধারণের অবগতির জন্য মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী সাহেবের তথ্য তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন–

"সৈয়দ ছাহেবের আন্দোলনের খবর যাহারা রাখেন, তাহারা সকলে অবগত আছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ছৈয়দ ছাহেবের জামায়াত শিখদের হাতে পরাজিত হন নাই- বরং পরাজিত হইয়াছিল ছৈয়দ ছাহেবের জামায়াতের বিরূদ্ধে উত্তেজিত পাঠান মুসলমানদের কারণে- যাহারা তাহাদের (ছৈয়দ ছাহেবের) নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীবৃন্দকে একই রাত্রে হত্যা করিয়া ফেলে এবং যাহারা শিখদের পথ দেখাইয়া বালাকোট ময়দানে নিয়া আসে। ছৈয়দ ছাহেবের জামায়াতের বিরূদ্ধে (সীমান্ত প্রদেশের) মুসলমানদের উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? কারণ এই যে, ছৈয়দ ছাহেবের জামায়াতের মধ্যে এমন একটি গ্রুপ ছিল- যাহারা ছিল এব্নে তাইমিয়া এবং এব্নে

আবদুল ওহাব নজদীর ন্যায় এফরাতপন্থী। ফলে ছৈয়দ ছাহেবের গোটা জামায়াতকে ওহাবী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া তাহাদের বিরূদ্ধে ছুন্নী হানাফী মুসলমানদের অতি সহজেই উত্তেজিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল"। (মউদূদী জামায়াতের স্বরূপ-পৃঃ ২৭৭-২৭৮)।

প্রিয় পাঠক! মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী সাহেব একটি সত্য স্বীকার করেছেন। তাহলো- "সীমান্ত প্রদেশের ছুন্নী হানাফীপন্থী মুসলমানরা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর গোটা জামায়াতকে ওহাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল"। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়- সৈয়দ আহমদ বেরলভী কি ছিলেন- ওহাবী, না সুন্নী? জামায়াতের আমির যদি সুন্নী হতো- তাহলে অনুসারীরা কি করে ওহাবী হতে পারে? যেই ছৈয়দ আহমদ বেরলভীর সবক ও শিক্ষা নিয়ে তার শিষ্যরা ওহাবী হয়ে যায়- সেই পীর সাহেবকে আমরা কি করে সুন্নী দাবী করতে পারি?

নিজেদের কথার ফাঁকেই সৈয়দ আহমদ বেরলবী ধরা খেয়ে গেলো। শাক দিয়ে কি কোন দিন মাছ ঢাকা যায়? অতএব নিঃসন্দেহে প্রমানিত হলো- তৎকালীন পাঠান ছুন্নী মুসলমানরাই সৈয়দ আহমদ বেররভীসহ তার গোটা জামায়াতকে ওহাবী বলে বিশ্বাস করতো। অথচ তার অনুসারী "আওর মোহাম্মদীয়া ওয়ালারা বলছে- তিনি মোজাদ্দেদ ও বুযর্গ ছিলেন। ওহাবী কি মোজাদ্দেদ ও বুযর্গ হতে পারে? মূলতঃ 'আওর মোহম্মদীয়া'একটি ওহাবী তরিকা। তরিকার অন্তরালে ওহাবী মতবাদ প্রচার করাই এদের লক্ষ্য ।